Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 50-57
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সহজ পাঠ ও শিশুর সামগ্রিক বিকাশ

সুপ্রিয়া কর্মকার
জুনিয়র গবেষণা সহকর্মী, শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
দেব প্রসাদ সিকদার
অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Rabindranath Tagore is a bright star in the sky of Bengali literature. His contribution to creating child literature is very much important. Ranindranath has composes efficiently Sahaj Path so that the contents suited with the mind of children and the picture of the society of that time can be visible to children. It helps in mental and social development of children. Rabindranath Tagore has written Sahaj Path in simple language about various aspect likes social, cultural, economic and religious theme of the society of that time so that children can be familiar of those theme. In all-round development of children the role of Sahaj Path is very much important because all-round development means not only mental and social development but also physical emotional, cultural and moral development. Sahaj Path is enriched with the components of physical, social, emotional, cultural and moral development. In the aspect of child psychology Sahaj Path is deeply significant Rabindranath Tagore wanted to learn the children Bengali latter, language by maintaining psychological order in easy and simple language and Sahaj Path also helps to develop the power of children's imagination. So it is clear that Sahaj Path helps in all-round development of children.

Keywords: Sahaj Path, Development, Children, Society, Culture.

ভূমিকা: শিক্ষার প্রসার ও বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজপাঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনবদ্য সৃষ্টি। শিশুপাঠ্য বই হিসাবে সহজপাঠ স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় বহন করে। বর্তমান সময়েও শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত এই পাঠ্য বই খুবই প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিশু পাঠ্য বই সহজপাঠে অত্যন্ত সচেতনতায় ও নিপুণ দক্ষতায় ছোট ছোট শিশুদের মনের উপযোগী করে তদানীন্তন সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছেন। শিশুদের সাথে পরিচয় ঘটিয়েছেন গ্রাম, শহর, সম্প্রীতি, ধর্ম, বর্ণ, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে। একটি শিশুর সামাজিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি খুবই প্রয়োজন। সহজপাঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের সাথে শিশুদের এমনভাবে পরিচয় ঘটিয়েছেন যাতে শিশুর সমস্ত দিকের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটে। সামাজিক মূল্যবোধ, জাতীয় সংহতি প্রভৃতি গঠনে সহজপাঠের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সহজপাঠের মধ্যে দিয়ে আজকের শিশু আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠবে। শিশুপাঠ্য সহজপাঠে সমাজের বিভিন্ন

বিষয়গুলি শিশু মনের উপযোগী করে উপস্থাপিত যা শিশুমনকে আকর্ষিত করে এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সম্পন্ন হতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহজপাঠ: কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদা দেবী। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, গান, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অবদান অপরিসীম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বৃহত্তর কর্মজীবনে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ রচনা। অন্যান্য রচনা সৃষ্টির পাশাপাশি তাঁর সৃষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিশৈলীর প্রেক্ষিতে অনন্য মৌলিকতার পরিচয় বহন করে শিশুপাঠ্য বই 'সহজপাঠ'।

শিশু শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত সহজপাঠের প্রথমভাগে শিশুদের অক্ষর পরিচয় করিয়েছেন ছড়ার মাধ্যমে এবং ক্রমানুযায়ী যুক্ত অক্ষর সম্পর্কে জ্ঞান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ফুল, ফল, পশু, পাখি, নদ-নদীর সম্পর্কে শিশুদের পরিচয় করিয়েছেন খন্ড খন্ড চিত্র তুলে ধরে। সহজপাঠের দ্বিতীয়ভাগে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেছেন। যেখানে সামাজিক স্তর বিন্যাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলির পাশাপাশি ঋতুকালীন বৈচিত্র, শহরে জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়েছেন। সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে গ্রাম শহরে, শহর নগরে এবং নগরে নগরায়নে উত্তরণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সহজপাঠের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রীতি অসংহতির বিষয়ও তুলে ধরেছেন। সহজপাঠ হল সমস্ত স্তরের মানুষের জীবন দলিল।

সহজপাঠ ও শিশুর বিকাশ: মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু জন্ম থেকে ধীরে ধীরে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে আসে, যেমন- শারীরিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি। কিছু পরিবর্তন সারা জীবনব্যাপী চলে আবার কিছু পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি চলে। মানুষের জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হল- বিকাশ, বৃদ্ধি, পরিণমন। এদের মধ্যে বিকাশ হল সর্ববৃহৎ ধারণা। মানুষের জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে আসে এবং যে পরিবর্তন বেশ কিছুদিন ধরে স্থায়ী হয় সেই ধরণের পরিবর্তনগুলিকেই বিকাশ বলে। আর সার্বিক বিকাশ বলতে বোঝায় শিশুর সমস্ত দিকের বিকাশ অর্থাৎ দৈহিক বিকাশ, ভাষার বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ, সংস্কৃতির বিকাশ, জাতীয় সংহতির বিকাশ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট শিশুপাঠ্য সহজপাঠ শিশুর সার্বিক বিকাশের সমস্ত উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ।

সহজপাঠ ও শিশুর দৈহিক বিকাশ: দৈহিক পরিবর্তনের ফলে দেহের আকার ও আয়তনগত পরিবর্তন আসে। এর ফলে মানুষের অঙ্গ সঞ্চালন ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। দৈহিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার, সুস্থ পরিবেশ। শিশুর যথাযথ দৈহিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাবারের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক বিকাশ তো হয়ই না বরং বিভিন্ন অপুষ্টি জনিত রোগ যেমন- রক্তাল্পতা, রিকেট প্রভৃতি ঘটে থাকে। আবার সুস্থ গৃহপরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক স্বাভাবিক পরিবেশের অভাবে ও শিশুর বিকাশ ব্যাহত হয়। শিশুর বাড়ির পরিবেশ সংকীর্ণ, স্যাঁতসেঁতে বা অস্বাস্থ্যকর হলে শিশুর দৈহিক বিকাশের ওপর কুপ্রভাব পড়তে পারে। আবার শিশুর চারপাশের পরিবেশও যদি অস্বাস্থ্যকর বা অনুকল না হয় তাহলেও শিশুর সমস্ত রকম বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধা সৃষ্টি হয়। আবার খেলাধূলা বা অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়েও শিশুর দৈহিক বিকাশ ভালো হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সহজপাঠে শিশুর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে এরকম অনেক উপাদানের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। সহজপাঠ থেকে এরকম কিছু দৃষ্টান্ত যা শিশুর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে তা তুলে ধরা হল;

পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে সহজপাঠে আমরা পাই-

১। ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২)।
২। থালা ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ।
গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ, আলু কলা। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২৪)।
৩। দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আনা দিয়ে। আর
আখ, আর জাম চার আনা। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২৬)।
৪। মা বলে, খাজা চাই, গজা চাই, আর ছানা চাই। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২৭)।
৫। শৈল আজ খৈ দিয়ে দৈ মেখে খাবে। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৪০)।
৬। বিধু গয়লানী মায়ে পোয়
সকালবেলায় গরু দোয়। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৪০)।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায় পালং, পিড়িং শাক, বিভিন্ন ধরনের মাছ, লাউ, কলা, আতা, জাম, ছানা, দৈ ইত্যাদি খাবারের কথা বলা হয়েছে যা খুবই পুষ্টিকর এবং শিশুর দৈহিক বিকাশে সাহায্য করে।

সুস্থ পরিবেশ সম্পর্কে সহজপাঠ- এ আমরা দেখতে পাই-

১। আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৭)।
২। কাঞ্জিলাল, ব্যাঙগুলো ঘরের মধ্যে আসে যে, ঘর নষ্ট করবে।
ওরে তুষ্টি, ওদের তাড়িয়ে দে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২৩)।
৩। বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২২)।
৪। আর মন্টুকে বলো, বারান্দা পরিস্কার করে দিক। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ,পৃষ্ঠা ২৮)।

উপরের দৃষ্টান্তগুলোতে দেখা যাচ্ছে গৃহকোণ, বারান্দা, ঘরের চারপাশের জঙ্গল পরিস্কার করার কথা বলা হয়েছে যা একটি শিশুর সুস্থ শারীরিক বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

দৈহিক বিকাশের জন্য অঙ্গ সঞ্চালনেরও একান্ত প্রয়োজন। সহজপাঠ মধ্যে এই ধরণের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

১। ফুটবল খেলা খুব হবে। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৩৭)।
২। কেউ বা ব্যাটবল খেলছে। নিত্যশরণ ওদের ক্যাপ্টেন। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৪)।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে শিশুর দৈহিক বিকাশের জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন তার প্রায় সবই সহজপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে আছে।

সহজপাঠ ও শিশুর মানসিক বিকাশ: বৌদ্ধিক পরিবর্তনের ফলে চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যে শিশু জন্মের সময় প্রায় কোনরকমই চিন্তা করতে পারত না সে যখন ধীরে ধীরে পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হয় তখন তার চিন্তাশক্তির গভীরতা বাড়ে। নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে করতে পারে এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। শিশুর চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিকে শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর জটিল চিন্তা শক্তির ক্ষমতা গড়ে ওঠে, ক্রমে সমস্যা সমাধান করতে শেখে ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা গড়ে ওঠে। সহজপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে আমরা শিশুর মানসিক বিকাশের উপাদান খুঁজে পায়। সহজ পাঠের প্রথমভাগে শিশুর অক্ষর ও ভাষা শিখনের মধ্য দিয়ে চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ঋতুগত কারণে মানব জীবনের বৈচিত্র্য, সমাজ জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ইত্যাদি পঠনের মাধ্যমে শিশুর চিন্তাশক্তির ক্রমিক বিকাশ ঘটতে থাকে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর সহজপাঠের বিষয়বস্তু পরিবেশনের ক্ষেত্রে এমনভাবে শব্দচয়ন করেছেন যা শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশে খুবই সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশে সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশে সহায়তা করে এমন কিছু দৃষ্টান্ত সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগ থেকে তুলে ধরা হল—

১। ঐখানে মা পুকুর-পাড়ে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হেথায় হব বনবাসী,
... ...
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ১২, ১৩, ১৪, ১৫)।
২। তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে ... ...
গাছের তলায় বসে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২৪, ২৫)।
৩। ... ...
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
বন্ধ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২৮)।
৪। একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু-
... ...। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৩৫, ৩৬, ৩৭)।
সহজপাঠের প্রথম ভাগেও এই ধরণের দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারি। যেমন-
১। দিনে হই একমত, রাতে হই আর। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৪৫, ৪৬)।
২। কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে,
... ...। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৫২, ৫৩)।

সহজপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে যে সমস্ত বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয়েছে সেগুলি শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট ছোট শিশুদের কার্যকারণ সম্পর্কেও সাথেও পরিচিত ঘটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগ থেকে তুলে ধরা যায়, যেমন—

১। অক্ষয়বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ করে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৮)।
২। কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে। সর্ষেক্ষেত ডুবিয়ে দিলে। .... পাড়ার নর্দমাগুলো জলে ছাপিয়ে গেছে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ১১, ১২)।
৩। 'বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে'। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২২)।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের পঙ্গপালের ক্ষতিকর দিক, বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব ভেজার ফল সম্পর্কে অবগত করতে চেয়েছেন যা শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে।

সহজপাঠ ও শিশুর সামাজিক বিকাশ: শিশুর সামাজিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহজপাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সামাজিকীকরণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে তাই সামাজিকীকরণ। শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলি বিশেষ সচেতনভাবে উপস্থাপিত সহজপাঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সহজপাঠে সামাজিক বিষয়ের সাথে শিশুদের পরিচিত ঘটিয়েছেন যা সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সহজপাঠে সমাজ জীবনের একাধিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, গান, খাদ্যাভাস, শিল্প প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত। যেমন অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পৈতে, পূজা, চড়ুইভাতি, উৎসব প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। একসাথে কাজ করা, স্কুলে পড়া, কলেজে পড়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত সহজপাঠে। সার্বিকভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সহজপাঠে সমাজজীবনের প্রভৃতি বিষয়ের সাথে শিশুদের পরিচিত ঘটিয়েছেন। যার মধ্য দিয়ে শিশু তার সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে এবং সামাজিক হয়ে উঠবে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সহজপাঠে বর্ণ ও ভাষার পরিচয়ের সাথে সাথে সামগ্রিক জীবনযাত্রারও পরিচয় ঘটিয়েছেন। ভাষা ছাড়াও সামাজিকীকরণের অন্যতম উপাদান অঙ্গীভূতকরণ, অনুকরণ ও অভিভাবনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সহজপাঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসাবে পরিবার, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়গুলিও তুলে ধরেছেন শিশুদের সাথে পরিচিত সাধনের জন্য। একাধিক বিষয়ের ও একাধিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়িত কার্যাবলী হল সামাজিকীকরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠে শিশুর সামাজিকীকরণের সমন্বয়িত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে।

সহজপাঠ ও শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ: প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন মানুষকে প্রক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। শিশুর প্রক্ষোভ তাৎক্ষণিক ও অনিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ সে প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মধ্যে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রাক্ষোভিক স্থিরতা আসে। সহজপাঠের পাঠক হল ছয় থেকে সাত বছরের শিশুরা। এই বয়সে শিশুর মধ্যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মতো প্রায় সব ধরণের প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় কিন্তু সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা তৈরি হয় না। সহজাপাঠের মধ্যে আমরা দেখতে পাই শিশুরা তাদের সুখ, দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, রাগ, ভয় ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারছে কিন্তু সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগে এই রকম একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

১। দেখছি ছেলেরা খুশি হয়ে নৃত্য করছে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৪)।
২। আমার ভয় করছে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২৭)।

সহজপাঠ ও শিশুর নৈতিকতা, মূল্যবোধের বিকাশ: নৈতিকতা হল ঠিক বা ভুল বিচারের নীতি। অর্থাৎ নৈতিকতা হল কোন ব্যক্তির কোন একটি পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তার বিবরণ। আর নৈতিক বিকাশ হল এই নৈতিকতার পরিবর্তন বা ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতার বিকাশ। একজন শিশু জন্মের পর থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্রমশ উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা লাভ করতে থাকে। শিশু ক্রমে ক্রমে সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল, উচিত-অনুচিত, নিয়ম-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বুঝতে শেখে। সহজপাঠের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল—

১। কেষ্ট, শিষ্ট শান্ত হয়ে ঘরে বসে থাকে। দুষ্টামি কোরো না। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২২)।
২। বোষ্টমি গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। কষ্ট পাবে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ২৩)।
৩। কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন করে খেতে দিলে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৩৪)।
৪। ডাক্তার বললেন, "ওই তিনটে লোকের ডাক্তারি করা চাই। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৪২)।
৫। বললেন, "তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দন্ড দিতে হবে"। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৫১)।

এছাড়া সহজপাঠের প্রথম ভাগে আমরা দেখতে পাই শিশুদের খেলাধূলার নিয়ম কানুন এবং সময়জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। যেমন—

১। একা একা খেলা যায় না। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৩৭)।
২। খেলা সেরে ঘরে ফিরে যাব। দেরি হবে না। (সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৩৭)।

অর্থাৎ খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুরা খেলার নিয়ম কানুন শিখে নিতে পারবে। আবার বেশিক্ষণ ধরে খেলা যায় না এই ধরণের নীতিবোধের শিক্ষাও সহজপাঠে পরিবেশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুপাঠ্য বই সহজপাঠ শিশু শিক্ষার্থীদের সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে সহায়তা করে। একাধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সঠিক বিষয়টি চিহ্নিত বা নির্বাচন করে নেওয়াই মূল্যবোধ। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল যথাযথ বিষয় নির্বাচনের যোগ্যতা। সহজপাঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সচেতনভাবে সমাজ জীবনের এমন একাধিক বিষয়বস্তু বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন যেগুলি শিশুর সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে ভূমিকা রাখে এবং সামাজিক বিষয়বস্তুগুলির কোনটি সঠিক বা ভুল তার নির্বাচনের যোগ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনায় মূল্যবোধের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ভিন্ন ও বহুমুখী। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই মূল্যবোধ ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিশুপাঠ্য বই সহজপাঠে ছোট ছোট শিশুদের উপযোগী করে একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে শিশুদের সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার পাঠ দিয়েছেন। শিশুর বড় হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়বস্তুর বিকাশের সাথে তাদের মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্ট শিশুপাঠ্য সহজপাঠ এই বিষয়ক কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগে সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করা যায়।

১। ঈশানবাবু ইঙ্গিতে বলেছেন, তিনি কিছু দান করবেন। দান করা। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৮)।
২। ইন্দুকে বলে দিয়ো, তার আতিথ্যে যেন খুঁত না থাকে। আতিথেয়তা। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৯)।
৩। তালপাতার ঠোঙার এনে দিলে চিঁড়ে আর বনের মধু। আতিথেয়তা, (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৪)।
৪। বড়ো উপকার করেছ, বকশিস লও। কৃতজ্ঞতা। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৫)।
৫। মাপ করবেন, টাকা নিতে পারব না, নিলে অর্ধম হবে। মনুষ্যত্ববোধ। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৫)।
৬। নমস্কার করে সর্দার চলে গেল। শিষ্টাচার। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৫)।
৭। বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে। কর্তব্যবোধ। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৪০)।
৮। বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভু দুজনে মিলে তিনজনের শুশ্রুষা করলেন। কর্তব্যবোধ। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৪৩)।
৯। পাড়ার লোকে কিছু সাহায্য করেছে। অভাব তবু যথেষ্ট। সহযোগিতা। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৪৮)।
১০। খুব সমারোহ করে লোক খাওয়ানো হবে। জনসেবা। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঠা নং ৪৯)।
১১। উদ্ভবের কন্যার বিবাহে যদি অন্যায় কর, তবে তোমার কন্যার অন্নপ্রাশনে অকল্যাণ হবে। উদ্ভবকে মুক্তি দাও। সহমর্মিতা। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা নং ৫১)।
১২। আমি তোমার কন্যাকে আশীবাদ করে যাব, তাকে ডেকে দাও। স্নেহপরায়ণতা। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৫৩)।
১৩। কাত্যায়নী নিস্তারিনীকে একগাছি সোনার হার পরিয়ে দিলেন। আর তার হাতে একশত টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন, এই তোমার যৌতুক। পরোপকার। (সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৫৩)।

উপরিউল্লিখিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে কিছু বিষয় চিহ্নিত করা যায়। যেমন কর্তব্যবোধ, জনসেবা, আতিথেয়তা, কৃতজ্ঞতা, শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, মনুষ্যত্ববোধ পরোপকার প্রভৃতি বিষয়। এই বিষয়গুলি শিশুর সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সচেতনভাবে এই বিষয়গুলিকে শিশু শিক্ষার্থীর উপযোগী

করে বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। শিশুর নিজের ভাষা শিক্ষার সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষাও শিখবে। সহজপাঠের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুর মূল্যবোধের পাঠ দিয়েছেন। আর এই মূল্যবোধের শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। সার্বিকভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ শিশুর সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সহজপাঠ ও শিশুর জাতীয় সংহতির বিকাশ: জাতীয় সংহতির শিক্ষা শৈশবেই বেশি কার্যকরী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজপাঠ জাতীয় সংহতি গঠনে উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য বই। প্রতিটি দেশের সামগ্রিক বিকাশে এই সংহতি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। জাতীয় সংহতি হল সুনির্দিষ্ট ভাবাদর্শ। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে বহু ধর্মের, বর্ণের, ভাষার, সংস্কৃতির মানব সমাজের সহ অবস্থান এবং মেলবন্ধন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সচেতনতায় বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন সহজপাঠ।

সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগের প্রায় প্রথমদিকে আমরা পাই বন্দোমাতরম্ গানটি যে গান দেশ মাতৃকাকে নিয়ে তৈরি। এই গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুমনে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া সহজপাঠে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ভীড় দেখা যায়। যেমন তুর্কি মিঞা, তমিজ মিঞা, রেভারেন্ড এন্ডারসন, পন্ডিতমশায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সহজপাঠ ও শিশুর ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিকাশ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠে তদানীন্তন সময় ও সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি মানবজাতির কাছে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজপাঠে বিভিন্ন ধর্মের ও বর্ণের মানব সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা উপস্থাপিত। যেখানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয় আশয় খুঁজে পাওয়া যায়। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গান, বাজনা, পুজো-পার্বণ, প্রথা, বিশ্বাস-সংস্কার, শিল্প, প্রযুক্তি, রূপকথা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সহজপাঠে সংস্কৃতির বিবিধ উপাদানগুলি ছোট ছোট বিষয় বিন্যাসে ছোটদের উপযোগী করে তুলেছেন। সহজপাঠের অভ্যন্তরে সংস্কৃতির কিছু উপাদান উল্লেখ করা যায়। যেমন- গান, সারিগান, বোষ্টমী গান, ভজন ইত্যাদি। আচার-আচরণ হিসাবে পূজা, পৈতে, কন্যার বিয়ে, মালা, চন্দন, বরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি। শিল্প হিসাবে গরুর গাড়ি, নৌকা, সরা-খুরি, ঢাক, ঢোল, কলসি, হাঁড়ি, নকশাকাটা, ধনুক, কুড়ুল, মাদুর, পালকি, মাদল ইত্যাদি। খাদ্যভাস হিসাবে ক্ষীর, খই, মুড়ি, পিড়িংশাক, পিঠে, পুলি, অন্নভাত প্রভৃতি। এছাড়া লোকাভিনয় হিসাবে কংসবধ এবং লোককথা হিসাবে পক্ষীরাজ, ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গামি, সাতসাগর ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। সহজপাঠের অভ্যন্তরে উপরে বর্ণিত সংস্কৃতির উপাদানগুলি ছাড়াও আরো বিভিন্ন উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি দেশের কাছে এই সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সম্পদের যথাযথ স্থান দিয়েছেন সহজপাঠে। শিশুপাঠ্য এই বইয়ের পাঠের মধ্য দিয়ে শিশুরা নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানতে পারে এবং শিখতে পারে। পরবর্তী সময়ে শিশুর এই শিক্ষা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পদের সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজপাঠের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা এককথায় অনবদ্য। তৎকালীন সমাজের সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিকতা, সামাজিক ঐক্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি খুব নিপূণভাবে সহজপাঠে তুলে ধরা হয়েছে যা শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য উপাদান। শুধু তাই নয় সহজপাঠে গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনা, পরিবেশ সচেতনতা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা শিশুকে পরিবেশের সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করে। আর পরিবেশ ব্যতীত কোন সমাজেই সুস্থ ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। সহজপাঠের সমস্ত উপাদানগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি ছাড়া শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষা সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষামনোস্তত্ত্বের নিরিখে একটি শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য উপাদানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপাদানগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৫). সহজপাঠ (প্রথম ভাগ). বিকাশ ভবন, কলকাতা।
২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৭). সহজপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ). বিকাশ ভবন, কলকাতা।
৩। তরফদার, ড. মঞ্জুষা (২০১৩). শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞান. কে চক্রবর্তী পাবলিকেশনস, কলকাতা।
৪। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ. (২০১৪). বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি. ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা।
৫। পাল, ড. গৌতম. (২০০৭). পরিবেশ ও দূষণ. দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি., কলকাতা।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা (২০১৩). শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি. বি. বি. কুণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স, কলকাতা।
৭। মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০১৫). বিষয় সমাজতত্ত্ব. সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা
৮। সরকার, ড. বিজন (২০১৭). শিশু ও বিকাশ. আহেলী পাবলিশার্স, কলকাতা।